ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন, ১৪০৮

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা ও অবস্থান – একটি মাঠ পর্যায় অনুশীলন

বেগম রোকসানা মিলি*

The Role and Position of Women Representative in Women Empowerment and Development at the Union Parishad – A Study

Begum Roksana Mili

Abstract : In contemporary development literature, participation of women in development activities from grass roots to central level is getting more priority both nationally and globally for ensuring ender equality. In 1989, after the declaration of CEDAW (Convention for the elimination of All Forms of Discrimination Against Women) the trend of women participation has been more emphasized in all spheres. CEDAW has been formulated for improving the mariginal status of World-wide women by eliminating all kinds of discrimination. The government of Bangladesh has also acted in line with the declaration of CEDAW for ensuring women's representation and participation in the political arena. The Union Parishad election of 1997 may be considered as the outcome of CEDAW which acted an active catalyst in ensuring political participation of women at local government institution and aslo as an important and positive step to gender empowerment in local government body of rural Bangladesh. The Union Parishad is liable to oversee and administer the development projects at local level and the elected women members of UP have given power to implement different projects with other members by involving standing committees at UP level. The manor objectives of this study are to review the range of authority and capacity of elected women exercising in development activities at UP level. The study also examine the

*সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক-প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

responsibilities, identify the constraints of their effective participation in development activities and also asses the opinion of different social classes in relation to their representation Finally, this study suggests economic empowerment, long-term learning and training process, moral education for social security and political socialization should get more priority for effective political participation of women.

ভূমিকা

বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের বৈষম্য দীর্ঘদিনের। সেই শুরু থেকেই সকল প্রকার পশ্চাৎপদতা, অশিক্ষা, শোষণ, বঞ্চনা আর ক্ষমতাহীনতা তাদের কে অধস্তন হয়ে থাকতে শিখিয়েছে। লিঙ্গায়নের বিশেষ সীমারেখায় আবদ্ধতার কারনে এ শৃংখল থেকে তারা কখনই পরিত্রাণ পায়নি। নারীরা এই সমাজে কন্যা-জায়া-জননী হিসেবে পরিচিত হয়েছে সমধিক। নারীর চিরায়ত রূপের ধবজা তুলে সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়ার যাতাকলে বন্দী রেখে তার বহুমুখী প্রতিভাকে সীমিত করে রাখা হয়েছে। আর নিভৃতচারিনী এ নারী জাতি নির্বাকতা বয়ে বেড়িয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এ চিত্র যে শুধু আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের তা নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশ গুলোতে ও নারীরা কম নির্যাতিত ও অবহেলিত হয়নি। একথা সত্যি যে, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোতে নারীর ভূমিকা ও মূল্যায়নের ভিন্নতা আছে, তবে তুলনামূলক বিবেচনায় উন্নয়নশীল দেশের নারী জাতির চিত্র বড়ই করুন বাংলাদেশের সংবিধানে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং ধারায় (১০, ২৭, ২৮ (১), (২), (৩), (৪),, ২৯ (১), (২), এবং ৬৫ (৩)ম নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য বিলোপ এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হলেও বৈষম্য মূলক অবস্থা ও অবস্থানের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি। আর এ কারণেই গত ৩০ বছরেও রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের কোনো শক্তিশালী ভিত গড়ে ওঠেনি। দেশ পরিচালনার শীর্ষ বিন্দুতে নারীর অবস্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন নিয়মতান্ত্রিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবেনা; বহুলাংশে এটিকে আকষ্মিক ঘটনা হিসেবেই আখ্যা দেয়া যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন ও অংশ গ্রহণ ধারণায় নারীর অবদান থাকলেও অভিভাবকতান্ত্রিক (Patrimonial) সাংস্কৃতিক বোধের কারণে যুগ পরস্পরায় সে অবদানের স্বীকৃতি মিলেনি। শুধু তাই নয় উন্নয়নের শরিক সত্ত্বা (Entity) রূপে সমাজ গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক পর্বে নারীর গঠন মূলক ও শক্তিশালী অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় শক্তি ও দক্ষতা যোগানোর বিভিন্ন প্রপঞ্চ (Phenomenon) যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদের অধিকার, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির সহজ ও পর্যাপ্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে যথেষ্ট বৈষম্য ও প্রবঞ্চনার ইতিহাস। শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে পুরুষদের (১৫+) শিক্ষার হার ৫৯.৪% নারী শিক্ষার হার সেখানে ৪২.২% (স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব জরীপ, বি. বি. এস)। পলিসি পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত প্রনয়নের সকল ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সর্বদাই অসম ও অধস্তন মূলক। ইউনিয়ন পরিষদের সর্বমোট ৪,১৯৮ চেয়ারম্যানের মধ্যে মহিলা চেয়ারম্যান মাত্র ২৩ জন। নারীর সম্পদ হীনতা ও সম্পদ প্রাপ্তির আইনগত অধিকারহীনতার কারণে নারীদের এক বিরাট অংশ বিশেষত গ্রামীণ নারীরা চরম ও ব্যাপক দারিদ্রাবস্থায় নিপতিত। ইউ, এন পরিসংখ্যান (১৯৯৫) অনুসারে "In early nineties,women comprised 70% of the world's poor. Data from 41 countries accounting for 81 percent of the total rural population of 114 developing countries indicate that the number of rural women living below the poverty line rose faster than rural men in poverty. Between 965 and 970 women comprised for 57% of the rural poor, by 1988 they accounted for 60 percent of this group (Siddiqi 1996)" বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দরিদ্রতার চরম বঞ্চনার শিকার পুরুষদের তুলনায় নারীরাই বেশি হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বাংলাদেশে দরিদ্রতার যে সুপ্ত ও সুদূর প্রসারী ভয়াবহতার চিত্র অনুধাবিত হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই তা "Feminization'- এ রূপ ধারণ করবে। ধর্ম-বর্ণ-নারী পুরুষ ভেদে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবার সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং নাইরোবী ও বেইজিং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও নারীর সম্পদ প্রাপ্তির আইনগত অধিকারসহ প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল সম্পদ যেমন ভূমি, ঋণ, প্রযুক্তি, তথ্য ইত্যাদিতে অধিকারহীনতার কোন ইতিবাচক সমাধান হয়নি। BIDS (1989) এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, "households facing food

shortages reported a higher proportion of females (71%) compared to males (69%). Higher proption of females (76%) belong to poor householes compared to male counterparts (75.5%). Food consumption of males (per capita) was also found higher not only in aggregate but also in every village under survey" (Siddiqi 1996).

সমাজ ব্যবস্থার একটি মৌলিক অংশ হিসেবে নারী এবং তার ভূমিকাকে কখনোই সমাজ সংগঠনের সামগ্রীক দৃষ্টিকোন থেকে উন্নয়ন সাহিত্যে বিচার করা হয়নি। ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি যখনই এসেছে নারী বিষয়ক চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকেই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের কৌশলরূপে তুলে ধরেছেন। অথচ উন্নয়নের বহুমাত্রিক প্রত্যয় থেকে গোড়াতেই নারীর সামাজিক স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা এবং তা প্রাপ্তির কৌশল গৃহীত হলে দরিদ্র্যতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরন ঘটত- যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সবকটি স্তরে একটি স্বাধীন সত্ত্বা (independent entity) হিসেবে নারী কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সক্ষম হত। সময়ের চাহিদায় অবশ্যই প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে অতি ধীরে হলেও নারী জাগরণে হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং তা জাতীয় সরকারের পরিমন্ডল অতিক্রম করে একবিংশ শতকের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালি অবস্থান করে নিয়েছে। ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণার মাধ্যমে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৮৯ সালে ঘোষিত CEDAW (Convention for the Elimination of All Forms of discrimination Against Women) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে তার প্রান্তিক অবস্থান (Marginal position) উত্তরনে একটি আন্তর্জাতিক দলিল রূপে প্রণীত হয়। অতপরঃ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন সমূহ রাজনৈতিক অঙ্গনসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নারী জাগরণ ও অংশগ্রহণের প্রত্যয়কে আরও গতিময়তা দান করেছে। এই সম্মেলন গুলোতে এতদ উদ্দেশ্যে গৃহীত Policy ও Strategy documents, যেমন- Plan of action (Mexico, 1975), The programme of Action (Copenhegen, 1998), Forward Looking Strategy (Nirobi, 1985) এবং Platform For Action

(Beijing, 1995) উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে নারীদেরকে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উত্তরণে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার দ্বার প্রশস্ত করেছে (Chowdhury, 1994)। বেইজিং সম্মেলনের ঘোষণা PFA (Platform For Action) অংশ গ্রহণকারী জাতীয় সরকারগুলো গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার ও PFA গ্রহণ করে তার আলোকে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (NAP) বাস্তবায়ন করছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, ইত্যাদিতে সুষম অধিকার প্রদান, সহিংসতার অপনোদন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারসাম্যাবস্থা আনয়ন ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকার PFA-এর চিহ্নিত ১২টি এরিয়ায় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য কৌশল (Mechanisms) ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে। পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারার এই পটভূমিকায় তৃণমূল পর্যায় থেকে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশক্রমে প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের তিনটি (এক-তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান (GOB 1997) নিঃসন্দেহে নারী উন্নয়ন ও প্রতিনিধিত্বের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় সরকারের একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। এ ধরনের পদক্ষেপ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণ মূলক অবকাঠামো বিনির্মাণের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ এবং জেন্ডার ভিত্তিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করেছে। গবেষণা প্রবন্ধটিতে এ সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে মহিলা প্রতিনিধিত্ব, তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, সেগুলি সম্পাদনে কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা সর্বোপরি প্রবর্তিত এই প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থা মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা স্থানীয় উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কতটা নিশ্চিত করতে পেরেছে প্রবন্ধটিতে সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ক্ষমতায়নের কার্যকর উপায় অনুসন্ধান ও কতিপয় সুপারিশ ও করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির ও প্রশাসনিক বিভিন্ন অবকাঠামোয় নারীদের অংশ গ্রহণ প্রয়োজনের তুলনায় এখনও নিতান্ত নগন্য। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার কাঠামোয়

মহিলাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব প্রদান নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। নারী উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে এই সংযোজন কতটা অর্থবহতা বয়ে এনেছে তা নিরুপণ করাই মূলত গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া, সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে।

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ ;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের অর্পিত ক্ষমতা ও কার্যবলীর পরিসর অনুশীলন এবং তাতে তাদের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ;

(গ) তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন মূলক ও বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমে তাদের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষমতা চিহ্নিত করণ;

(ঘ) নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যা অনুসন্ধান;

(ঙ) মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর মতামত নিরুপণ;

(চ) সর্বোপরি, ক্ষমতায়নের কার্যকর অনুঘটক কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে সরকার, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক ও পলিসি প্রণেতাদের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণা প্রবন্ধটির তাত্ত্বিক ও বাস্তব ভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য জরীপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ফাইল বদ্ধ লিখিত দলিল পত্রাদি, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রাসংগিক প্রতিবেদন, প্রাসংগিক পরিসংখ্যান, বিভিন্ন জার্নাল, বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটিতে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থা কতটুকু অবদান রাখছে বিষয়টি অনুশীলন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত গবেষণা এলাকার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির মতামত জরীপ ছাড়াও কার্য এলাকার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মতামত জরীপ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকাঃ

তথ্য সংগ্রহের জন্য পাংশা থানার অন্যতম বৃহত্তম তিনটি ইউনিয়ন বাবু পাড়া, যশাই ও শরিয়া গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং এলি সম্পাদনে তাদের অংশগ্রহণের বাধা সমূহ চিহ্নিতকরণে ইউনিয়ন তিনটির প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্যানুন্ধান করা হয়। বাবুপাড়া ও যশাই ইউনিয়ন দুটি পাংশা পৌরসভার পাশে অবস্থিত। যশাই ইউনিয়নটি পাংশা সদর থানার ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। অন্যদিকে বাবুপাড়া ইউনিয়নটি পাংশা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পৌরসভার পার্শ্ববর্তী বিধায় উভয় ইউনিয়নে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে।

নমুনা ঃ নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈব নমুনায়ন প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে। তিনটি ইউনিয়নে ৯ জন নির্বচিত মহিলা প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন সামজিক গোষ্ঠি থেকে নমুনা চয়ন করা হয়েছে ।

সারণী-১ঃ গবেষণায় নির্বাচিত নমুনা ইউনিট ও সংখ্যা

ক্রমিক নং	নমুনা ইউনিট	নমুনা আকার (সংখ্যা)
০১	ইউপি মহিলা প্রতিনিধি	৯
০২	স্থানীয় এলিট	২৫
০৩	ইমাম	৭
০৪	শিক্ষিত মহিলা	২৫
০৫	শিক্ষিত পুরুষ	২৫

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ

গবেষণায় নির্বাচিত উত্তর দাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিদের সার্বিক অবস্থা অনুশীলন এবং সামজিক গোষ্ঠির মতামত নিরুপনের জন্য সিডিউল ব্যবহৃত হয়েছে । উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের প্রকৃত চিত্র অনুসন্ধানার্থে সংশ্লিষ্ট গবেষণা এলাকায় একটি জরীপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে । গবেষণার সার্বিক ফলাফল বিশ্লেষণ ও বুঝার সুবিধার্থে সংগৃহীত তথ্য সমূহ শতকরা নিয়মে বিশ্লেষণ করে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঃ কার্যগত ধারণা

উন্নয়ন বহুমাত্রিক প্রত্যয়কে নির্দেশ করে। কখনো উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে, কখনো সমাজ কাঠামোর রূপান্তর ও প্রবৃদ্ধিকে, আবার কখনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মত বহুবিধ উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। Kate young এর মত অনুসারে উন্নয়ন হচ্ছে "Development...............a complex process involving the social, economic, political and cultural betterment of individuals (Duza and Begum, 1995.)

প্রচলিত অর্থে নারী উন্নয়ন বলতে নারীর দারিদ্র বিমোচন, নারীকে আয় উপার্জনে সক্ষম করে তোলা, নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নত করা ইত্যাদিকেই বোঝায়। জেন্ডার প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত হতে নারী উন্নয়ন হলোঃ

দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন;
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উন্নয়ন;
আত্ম নির্ভরশীলতার লক্ষ্যে উন্নয়ন;
একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া স্বরূপ উন্নয়ন;
গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন;
ক্ষমতায়নের জন্য উন্নয়ন'
জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য উন্নয়ন (রহমান, ১৯৯৭)।

ক্ষমতায়ন ঃ

১৯৮৫ সালের নাইরোবীর বিশ্ব নারী সম্মেলনের পূর্বে কতিপয় উদ্যোগী মহিলা ও সংগঠন DAWN's (Development Alternatives with women for

a New Era) এর গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রথম বারের মত একটি 'কনসেপ্ট' বা 'এপ্রোচ' রূপে সংজ্ঞায়িত করেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য কেবল বিশ্ব নারী সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণ-ই ছিলনা বরং ভবিষ্যৎ বিকল্প সমাজ গঠনের দর্শন নির্ধারণ করা ও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী ও জেন্ডার ভিত্তিক অসমতা নির্মূল সাপেক্ষে বিশ্বময় একটি সুষম ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস গৃহীত হয়। এই নতুন-সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের দর্শন অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যুকে আরো তাৎপর্যবহ এবং প্রয়োজনীয় করে তোলে।

ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক ধারণা ও প্রক্রিয়া বিশেষ। ৮০' এর দশকের জনপ্রিয় এই পরিভাষাটি দ্বারা নারীর বঞ্চিত শোষিত, অবহেলিত ও অধস্তন মূলক অবস্থা ও অবস্থান হতে ক্রমান্বয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন প্রপঞ্চগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার অর্জনের প্রক্রিয়া বুঝায়। নারীর স্ব স্ব কর্ম পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফলপ্রসু অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেও ক্ষমতায়ন বলা যায়। Griffen (1989) ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণা দিয়েছেন- Women's empowerment has been described as'adding to women's power' with power meaning being able to make contributions at all levels os society and having this contribution recognized and valued. Power in the context of women therefore, means participating in decision-making in all spheres of life not just areas of society which are accepted as women's place, creating from a women's perspective, and being recognized and respected as equal citizens and human beings capable of effectively contributing to society".

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া মূলত প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার প্রয়োজন ও মান নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা মেটাতে (Physical quality of life indicators) পর্যাপ্ত সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থেকে শুরু করে সমাজ ও রাজনীতিকে (Society and polity) সিদ্ধান্ত প্রণয়ন দ্বারা প্রভাবিত করণের ক্ষমতা পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ ক্ষমতায়নের ধারণাকে একটি সামগ্রীক ও অখণ্ড (Holistic approach) দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করা

প্রয়োজন যেখানে পর্যায়ক্রমে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। Friedmann (1992) এ ধরনের ক্ষমতায়নের কথাই বলছেন। তাঁর মতে, "Puts it these three kinds (social, psychological and political) of empowerment can be thought of as forming an interconnected triad centered round an individual women and her household. An interlinking of these triads creates a social network of empowering relations which because of its reinforcing qualities has great potential for bringing about social change" মূলতঃ নারীর অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও দক্ষতা বিকশিত করা এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে তার স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া-ই ক্ষমতায়ন। আর এ জন্য একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন ঘটানো প্রয়োজন। Friedmann (১৯৯২) এই তিন ধরনের ক্ষমতায়নকে একটি আন্তঃসম্পর্কিত ক্রয়কাঠামোতে (triad centred) বিন্যস্ত করেছেন যা ব্যক্তিক নারী এবং তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঘিরে আবর্তিত হয় এবং এই আন্তঃসংযুক্ত আবর্তন ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে এবং তা সামাজিক পরিবর্তন সংগঠনে অপরিমেয় অবদান রাখে। ইউ.পি পর্যায়ে মহিলা সদস্যাদের অংশ গ্রহণ ও সমস্যা ক্ষমতায়নের আলোচ্য ধারণার আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কেননা ক্ষমতায়ন যেহেতু একটি প্রক্রিয়া বিশেষ, তা-ই সমগ্র প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক মাত্রা (Dimension) থেকেই এর বাস্তবায়ন উদ্যোগ প্রয়োজন। ইউ. পি পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটানোর শুরুতেই তাই সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর (Bases of social power) বিভিন্ন প্রপঞ্চ গুলিতে যেমন তথ্য প্রাপ্তি, শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি সহ সামাজিক সংগঠন ও উৎপাদনশীল সম্পদে নারীর সুষম অধিকার নিশ্চিত প্রয়োজন। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন নারীর আত্মবিশ্বাসে যে সমৃদ্ধি ও স্থিরতা দিবে পরবর্তিতে তাই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে শুধু নিজের জন্যই নয়, নারী সমগ্র সমাজের শোষণ, দরিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা ও অবিচারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবদান রাখতে পারবে। এ প্রসঙ্গে (Huq 1995) এর ধারণা প্রণিধানযোগ্য-"Endows people to ask why' how what and also with the capability to challenge subordination and exploitation not only for her own self but also for others who are

unable to struggle against hunger, poverty illiteracy and social injustice"

ইউনিয়ন পরিষদ ও নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোয় সর্বনিম্ন তৃণমূল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ । এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তনের গোড়া থেকেই জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক কাঠামোর নেতৃত্ব দিয়ে আসলেও নারীর অংশগ্রহণের ও প্রতিনিধিত্বের সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়নি । উপনিবেশকালে বৃটিশ শাসকগণ মূলত তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। ১৮৭০ সালে বৃটিশ শাসকগণ 'চৌকিদারী পঞ্চায়েত' নামে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান চালু করেছিল, তা-ই বৃটিশ পিরিয়ড থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন নাম যেমন, ত্রি-স্তরীয় ইউনিয়ন কমিটি (১৯৫৮), দ্বি-স্তরীয় ইউনিয়ন বোর্ড (১৯১৯), চার স্তরীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল (১৯৫৯) ইত্যাদি ধারণ করে বাংলাদেশ পিরিয়ড পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে। গোড়া থেকেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পুরুষ প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব একচ্ছত্র ভাবে বজায় ছিল। নারীরা এ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার বা প্রতিনিধি হওয়ার বিষয়টি নিজেরা কখনও চিন্তা করেনি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে সরকার স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে ত্রি-স্তর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সূচনা করেন। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলে ২ জন মহিলা সদস্য নির্বাচনে বিধান করা হয় (Ahmed and others 2000)। এর প্রায় দু'দশক পর ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি (এক-তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনে বিধান সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ ও ক্ষমতায়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ঐ নির্বাচনে সকল পদে প্রতিদ্বন্দ্বী নারীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৪৬,০০০ এবং এর মধ্যে ১২,৮২৮ সংরক্ষিত আসনে, ১১০ জন সাধারণ আসনে এবং ২০ জন চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। নিম্নে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণের একটি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত হলো ।

সারণী ঃ ২ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নারীর অবস্থান ঃ

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা	মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান এর সংখ্যা
১৯৭৩	৪৩৫০		-	১
১৯৭৭	৪৩৫২		৭	৪
১৯৮৪	৪৪০০		৬	৪+২=৬
১৯৮৮	৪৪০১	১৮৫৬৬	৭৯ (.৪%)	১
১৯৯২-৯৩	৪৪৪৩	১৭৪৪৪	১১৫ (.৬%)	১৩+১১=২৪
১৯৯৭-৯৯	৪৪৭৯		৪৬.০০০	২০+৩=২৩

সূত্র ঃ ডঃ সৈয়দ রওশন কাদির এর প্রবন্ধ নারী উন্নয়ন প্রসঙ্গিক পরিসংখ্যান, Safi Ahmed and et.al এর প্রবন্ধ One Decaded of Bangladesh Under Women Leadership এবং দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মে , ১৯৯৮ থেকে উদ্ধৃত।

স্থানীয় সরকারের রাজনৈতিক কাঠামোয় মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার কিয়দংশ বর্তমান ব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে বলা যায় । উপরের চিত্র তারই সাক্ষ্য বহন করছে । কিন্তু স্থানীয় সরকার উন্নয়নে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও কার্যকর অংশগ্রহণে তাদের অবস্থান কতটুকু এ ব্যবস্থায় সম্ভব হচ্ছে, বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ এবং বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

উত্তরদাতাদের (মহিলা প্রতিনিধি) আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ ঃ

সারণী-৩ ঃ মহিলা প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অষ্টম শ্রেণী পাশ	৬	৬৬.৬
নবম শ্রেণী পাশ	২	২২.২
এস এস সি পাশ	১	১১.১
এইচ এস সি পাশ	০	০
মোট	৯	১০০

মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশী সংখ্যক মহিলাই (৬৬.৬%) ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন। মাত্র ১ জন (১১.১%) এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন এবং বাকী দুজন (২২.২%) নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। এই তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে, তিনটি ইউনিয়নের কোনটিতেই উচ্চ শিক্ষিত মহিলারা প্রতিনিধিত্বে আসেন নি।

সারণী-৪ ঃ বৈবাহিক অবস্থার বিবরণ ঃ

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিবাহিত	৭	৭৭.৭ প্রায়
অবিবাহিত	১	১১.১
তালাক প্রাপ্তা	১	১১.১
মোট	৯	১০০

টেবিল ৪ এ প্রতিনিধিদের বৈবাহিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে বেশী সংখ্যকই অর্থাৎ ৭ জন (৭৭.৭%) বিবাহিত এবং পারিবারিক জীবনযাত্রায় নিয়োজিত। অবশিষ্ট ২ জনের মধ্যে ১ জন (১১.১%) অবিবাহিত এবং অন্যজন (১১.১%) তালাক প্রাপ্তা।

সারণী-৫ ঃ মহিলা প্রতিনিধিদের স্বামীর পেশা, মাসিক আয় এবং যোগ্যতার বিবরণ ঃ

পেশার বিবরণ	মাসিক আয় (টাকায়)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষিকাজ	১০০০-২০০০	৩	৩৭.৫
ব্যবসা	৩০০০-৪০০০	৪	৫০
চাকুরী	১৬৫০	১	১২.৫
মোট		৮	১০০

৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৩ জনের স্বামী কৃষিকাজ, ৪ জনের স্বামী ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট একজনের স্বামী চাকুরীজীবী। টেবিলে উল্লেখিত মাসিক আয় ছাড়া তাদের স্বামীদের যে সম্পত্তি আছে তা দ্বারা দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা নির্বাহ করাই দুস্কর। উত্তরদাতা ইউপি সদস্যদের তাদের সকলের মাসিক আয়ের গড় হচ্ছে ২,৫০০/=। পিতা এবং স্বামীর শিক্ষাস্তর অনুশীলনে দেখা যায় সদস্যদের কেহই শিক্ষিত পরিবার থেকে আসেন নি এবং বিবাহও হয়নি। তাদের মধ্যে ৫ জনের পিতা কৃষিজীবী এবং অন্য ৩ জনের পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর এস এস সি পাশ হলেও তারা কোন চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন না। অবশিষ্ট ১ জনের পিতার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া আছে। অন্যদিকে, ৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৬ জনের স্বামী ৯ম শ্রেণী পাশ এবং অন্য দুজনের স্বামী কেবল এস. এস. সি পাশ। শিক্ষাগত যোগ্যতার এই স্তর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইউ পি মহিলা সদস্যরা সমাজের কোনো উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠি থেকে আসেন নি। সকলেই নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং বলা যায় প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পটভূমি তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি।

সারণী-৬ ঃ ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের বয়স ঃ

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২০-৩০	৪	৪৪.৪
৩০-৪০	৪	৪৪.৪
৪০+	১	১১.১
মোট	৯	১০০
বয়সের গড় ৩০		

তিনটি ইউনিয়নের মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তাদের গড় বয়স ৩০ বছর। মাত্র ১ জন পঁয়ত্রিশোর্ধ আছেন।

৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৩ জনের স্বামী কৃষিকাজ, ৪ জনের স্বামী ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট একজনের স্বামী চাকুরীজীবী। টেবিলে উল্লেখিত মাসিক আয় ছাড়া তাদের স্বামীদের যে সম্পত্তি আছে তা দ্বারা দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা নির্বাহ করাই দুস্কর। উত্তরদাতা ইউপি সদস্যদের তাদের সকলের মাসিক আয়ের গড় হচ্ছে ২,৫০০/=। পিতা এবং স্বামীর শিক্ষাস্তর অনুশীলনে দেখা যায় সদস্যদের কেহই শিক্ষিত পরিবার থেকে আসেন নি এবং বিবাহও হয়নি। তাদের মধ্যে ৫ জনের পিতা কৃষিজীবী এবং অন্য ৩ জনের পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর এস এস সি পাশ হলেও তারা কোন চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন না। অবশিষ্ট ১ জনের পিতার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া আছে। অন্যদিকে, ৮ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৬ জনের স্বামী ৯ম শ্রেণী পাশ এবং অন্য দুজনের স্বামী কেবল এস. এস. সি পাশ। শিক্ষাগত যোগ্যতার এই স্তর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইউ পি মহিলা সদস্যরা সমাজের কোনো উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠি থেকে আসেন নি। সকলেই নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং বলা যায় প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পটভূমি তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি।

সারণী-৬ ঃ ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের বয়স ঃ

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২০-৩০	৪	৪৪.৪
৩০-৪০	৪	৪৪.৪
৪০+	১	১১.১
মোট	৯	১০০
বয়সের গড় ৩০		

তিনটি ইউনিয়নের মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তাদের গড় বয়স ৩০ বছর। মাত্র ১ জন পঁয়ত্রিশোর্ধ আছেন।

সারণী-৭ ঃ মহিলা প্রতিনিধিদের পরিবারের ধরন ও আকার-

পরিবারের ধরন		(মোট সংখ্যা-৯)
	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
একক পরিবার	৭	৭৭.৭
যৌথ পরিবার	২	২২.২
মোট	৯	১০০
পরিবারের আকার		
সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৩	১	১১.১
৪	২	২২.২
৫	২	২২.২
৬	২	২.২২
৯	২	২.২২
মোট	৯	১০০

পরিবারের ধরন ও আকার অনুসন্ধানে গ্রামীণ পরিবারের চিত্র অনেকাংশেই প্রতিভাত হয়েছে। যারা একক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (৭৭.৭%) তারা প্রথমাবস্থায় যৌথ পরিবারেই ছিলেন এবং অতপর নানাবিধ দ্বন্দ্ব সংঘাতকে কেন্দ্র করেই একক পরিবার গঠনে বাধ্য হয়েছে।

সারণী-৮ ঃ প্রতিনিধিদের বাসস্থানের প্রকৃতি

বাসস্থানের ধরন	সংখ্যা	শতকার হার (%)
টিনের ছাদ ও চাটার বেড়া	১	১১.১
বাঁশের বেড়া ও ছনের ছাদ	৩	৩৩.৩
টিনের ছাদ ও টিনের বেড়া	১	২২.২
আধাপাকা	১	১১.১
মোট	৯	১০০

মহিলা প্রতিনিধিদের বেশী সংখ্যক (৪৪.৪%) এর বাড়ি টিনের তৈরি। সর্বাধিক কম সংখ্যা (১১.১%) এর আধাপাকা বাড়ি রয়েছে। অধিকাংশের বাড়িতে বসবাসের জন্য একটি মাত্র ঘর ও একটি রান্না ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি আঙ্গিনা নিয়ে তাদের বাড়ির সীমানা বিস্তৃত। আসবাবপত্র বলতে একটি টেবিল, দুইটি চেয়ার, ঘরের দুই কোণে দুইটি বড় চৌকি, একটি বাঁশের মাচা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই।

নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে সরকার তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য দেয়নি। ১৯৯৮ সালের ৫ই নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্বলিত এক পরিপত্র প্রেরণ করে। পরিপত্রে বলা হয়, গ্রামীণ মহিলাদের সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণ এবং সরকারি উন্নয়মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ. ১৯৮৩ এর আওতায় সরকার সকল ইউনিয়ন পরিষদের যে তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সেই তিনটিকে একটি ইউনিয়ন ধরে পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একটি করে "সামাজিক উন্নয়ন কমিটি" নামে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট তিন ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত মহিলা সদস্য পদাধিকার বলে " সামাজিক উন্নয়ন কমিটির" সভাপতি হবেন এবং তাতে ৮ জন সদস্য থাকবে। ওয়ার্ডে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন এবং ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্য হতে সভাপতি কর্তৃক সদস্য নিযুক্ত হবেন। সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে যে সকল মহিলাদের সমাজ উন্নয়নে আগ্রহ / অবদান রয়েছে তাহাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কমিটি গঠিত হবার পর সভাপতি উহার তালিকা থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সকলকে অবহিত করবেন। সামাজিক উন্নয়ন কমিটি পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হবে । তবে এর সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য থাকাকালীন মেয়াদেই নিযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। সামাজিক উন্নয়ন

কমিটি সুবিধা মতো কোনো বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা সুবিধা জনক অন্য কোন স্থানে প্রতি মাসে ন্যূনতম একবার মিলিত হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।

সামাজিক উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলী ঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য সহযোগীতা করা। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা ও পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার ব্যাপারে এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২. স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানি পানে এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা,

৩. প্রতি গ্রামে বিশুদ্ধ পানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য পুকুর চিহ্নিত করা এবং নির্দিষ্ট পুকুরের ব্যবস্থাপনা করা,

৪. জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যাদি প্রেরণ করা,

৫. প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে সরকারি কার্যক্রম বাস্ত-বায়নে সহযোগীতা করা,

৬. প্রাথমিক স্কুলগামী শিশুদের স্কুলে প্রেরণের জন্য এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা,

৭. আর্থিক স্বনির্ভর আনয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে উদ্বুদ্ধ করা,

৮. এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে হাঁস মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, সমবায় সমিতি গঠন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা এবং সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেতনতা করা,

৯. নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দ্যেশে এলাকাবাসীদের সচেতন করা,

১০. এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দ্যেশ্য বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষ-নিষ্পত্তি করা,

১১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান,

১২. সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

অতিরিক্ত ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম আরো গতিশীল এবং মহিলা সদস্যগণকে পরিষদের কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউ পি) অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এর ৩৮ (১) সংশোধিত ধারায় ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো হলোঃ

১) নারী ও শিশু কল্যাণ,

২) মৎস ও শিশু সম্পদ।

৩) বৃক্ষ রোপণ।

৪) ইউনিয়ন পূর্ত কর্মসূচি এবং

৫) সার্বিক স্বাক্ষরতা (গণ শিক্ষা)।

উল্লেখ্য যে, ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন এবং পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে একটি কমিটির সভাপতি করার বিধান করা হয়েছে। ফলে মহিলারা প্রথমবারের মত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া "থানা উন্নয়ন সহায়তা" খাতের অর্থব্যয়ে ২৫,০০০ টাকা মূল্যমানের ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মহিলা সদস্যদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মহিলাদের আরো কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করা হয়েছে ঃ

নলকূপের স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ নলকূপের স্থান নির্ধারণ কমিটির সদস্য। তার ওয়ার্ডে কোথায় নলকূপ স্থাপন করতে হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ ও মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিতে মহিলা সদস্যগণ সভাপতি এবং এর মনিটরিং কার্যক্রমে তিনজন মনিটরের মধ্যে একজন মহিলা সদস্য মনিটর হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

ইউপি পর্যায়ে বয়স্কভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিটি ওয়ার্ডে মহিলা সদস্যকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করেছে। মহিলা সদস্যরা তার নিজের এলাকায় যে বয়স্ক ভাতা পাবার যোগ্য তা নির্ধারণ করবেন এবং সে অনুযায়ী নিজ দায়িত্বে বয়স্ক ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

ভিজিএফ ও ভিজিডি সংক্রান্ত কাজঃ

ভিজিএফ ও ভিজিডি কর্মসূচিতে গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা তাদের এলাকায় কার্ড পাওয়ার যোগ্য দুঃস্থ মহিলাদের নির্বাচন করবেন এবং সে অনুপাতে কার্ড বিতরণ করবেন।

এ সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলী ছাড়াও সরকার মহিলা প্রতিনিধিদের আরো কিছু কার্যাবলী প্রদানের পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই করেছেন। সেগুলি হলোঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত কাজঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত বিদ্যমান বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটির এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত মহিলা সদস্যকে সভাপতি করার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রাণালয়ের আওতাধীন গৃহীত প্রকল্প কমিটির এক-তৃতীয়াংশ কমিটির ক্ষেত্রে ইউপি মহিলা সদস্যকে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করার বিষয় ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও সচেতনতা বিষয়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ ঃ

গ্রামীণ মহিলাদের সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণ এবং সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর আওতায় মহিলা প্রতিনিধিদের যে ক্ষমতা ও কার্যাবলী দেয়া হয়েছে নমুনায়িত এলাকার অধিকাংশ (৫০%) প্রতিনিধি তাদের উপর অর্পিত সে সকল ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবহিত নন। প্রতিনিধিদের নিকট তাদের দায়িত্ব পালন ও কর্তৃত্বের পরিসর জানতে চাওয়া হলে প্রথমত তারা স্বামীদের দেখিয়ে দিয়ে গৃহের বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততা দেখায় অর্থাৎ অধিকাংশের স্বামীরাই বিভিন্ন মিটিং ও কাজ কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। গবেষণায় নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামত জরিপ করে নিম্ন লিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

সারণী -৯ ঃ প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে মহিলা প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
প্রকল্প	প্রকল্পের সংখ্যা	মহিলা প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ	শতকরা হার (%)
খাল পুনখনন	৬	নাই	০
ড্রেন নির্মাণ	২ কি.মি	১ কি.মি	৫০.০
রাস্তা নির্মাণ	৮	৬টি	১৫.৭
বঙ্গ বন্ধু কলেজ নির্মাণ	১ টি	নাই	০
রাস্তা মেরামত	৬	২টি	৩৩.৩৩
নলকুপ	৪০টি	৫টি	১৩.৮
পুকুর সংস্কার	৪টি	নাই	০
বৃক্ষ রোপণ	২	নাই	০
আশ্রয়ন	৬টি	২টি	৩৩.৩
কালভার্ট	৩০টি	৫টি	১৬.৬
এডিবি এর প্রকল্প	৫টি	১টি	২০
কাবিখা	৫টি	২টি	৪০
মোট	২০০টি	৩৫টি	১৭.৫

একটি ইউনিয়নে প্রতি অর্থ বছরে ন্যূনতম ৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার বিধান রয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পে ২০,০০০/- টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। এই সব প্রকল্পের এক তৃতীয়াংশ কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিগণ সভাপতি এবং একইসাথে মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবেন বলা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যে মহিলাদের সম্পুর্ণ অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি । চেয়ারম্যান স্বয়ং এসকল বিষয়ে ক্ষমতা ও কতৃত্ব ভোগ করে থাকেন । অবশ্য ৯ জন প্রতিনিধি মধ্যে ৪ জন জানান যে, তারা মোট ৬ টি প্রকল্পের কাজ হাতে পেয়েছিলেন, সে গুলির মনিটরিং এর দায়িত্ব ও তাদের উপর ন্যস্ত ছিল । এ সব প্রকল্পে তাদের ১০০০/- টাকা করে পারিতোষিক ছিল ।

উপরের সারণীতে আরো দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পকাজে ইউপি প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ আশানুরূপ হয়নি । রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে তাদের অংশ গ্রহণ মাত্র ১৫% নম্ভব হয়েছে , অন্যদিকে মেরামত প্রকল্পে তাদের অংশ গ্রহণ আরো কম অর্থাৎ ১৩.৮%। খাল পুনঃখনন ও বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে তাদের কোন অংশ গ্রহণ নেই । সারণীতে উল্লেখিত সকল প্রকল্পের মধ্যে আশ্রয়ন ও কাবিখা প্রকল্পে তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো অর্থাৎ ৩৩.৩ % এবং ৪০% যথাক্রমে । এগুলি বাদ দিলে অন্যান্য প্রকল্পে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণই সম্ভব হয়নি। ইউপি পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এ ধরনের স্বল্প অংশগ্রহণ মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ইতিবাচক ইংগিত বহন করে না ।

সারণী-১০ ঃ নলকূপের সংখ্যা ও তার স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
সুপারিশকারী - দের সংখ্যা	নলকূপের সুপারিশকৃত স্থান ও সংখ্যা	গৃহীত সুপারিশের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২	১০	০	০
২	১৮	৪	২২.২০
১	৮	৩	৩৭.৫০
১	৮	৪	৫০.০
২	৯	৬	৬৬.৬
১	৪	৩	৭৫.০
৯	৫৮	২০	৩৪.৫%

নলকূপের স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটিতে নারী প্রতিনিধিদের কাগুজে ক্ষমতা দেয়া হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এ কাজে তাদের সন্তোষজনক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। ২ (দুই) জন প্রতিনিধি বলেন, "আমার নিজ বাড়িতেই টিউবওয়েল নাই, সেক্ষেত্রে অন্য কোথাও টিউবওয়েলের স্থান নির্ধারণের সুপারিশ করার পর চেয়ারম্যান কতটুকু গ্রহণ করবেন তা বলাই বাহুল্য। চেয়ারম্যান আমাদের কোন সুপারিশই মূল্যায়ন করেন না। তার ইচ্ছেমতো রাজনৈতিক আনুকূল্য প্রাপ্তির জন্য সমর্থন ভিত্তি (Support base) শক্তিশালী করণে টিউবওয়েগুলো বিতরণ করে থাকেন।" অন্য ২ (দুই) জন প্রতিনিধি বলেন, "আমার নির্বাচনী এলাকা ৯টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। প্রতিটি গ্রামে একটি করে হলেও অন্তত ৯টি টিউবওয়েলের প্রয়োজন এবং ৯টি টিউবওয়েল-এর সুপারিশ চেয়ারম্যানের নিকট করেছিলাম। এর মধ্যে মাত্র ২টির সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। সারণীতে দেখা যায় তিনটি ইউনিয়নের মহিলা প্রতিনিধিদের নলকূপের স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত এবং নলকূপ স্থাপনের মোট ৫৮টি সুপারিশের মধ্যে ২০টি (২৬.২০%) সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। সমাজ সেবা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের এ ধরনের প্রান্তিক অংশগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়নে নেতিবাচক পরিস্থিতির স্বাক্ষ্য বহন করছে।

সারণী -১১ ঃ বয়স্ক ভাতা প্রদান সংক্রান্ত সুপারিশ ঃ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
সুপারিশকারী সদস্যদের সংখ্যা	সুপারিশকৃত কার্ডের সংখ্যা	গৃহীত সুপারিশের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২	২৭	১০	৩৭.০৩
১	৮	৪	৫০
১	১০	০	০
২	১৫	৮	৫৩.৩০
২	২০	১২	৬০
১	৯	৮	৮৮.৮
৯	৮৯	৪২	৪৭.১৯

মহিলা সদস্যগণ স্ব স্ব এলাকায় বয়স্ক ভাতা বিতরণ কার্যের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তারা এ কমিটির সদস্য থাকবেন বলে উল্লেখ রয়েছে এবং

বয়স্ক ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রহীতাদের তালিকা তৈরীর কর্তৃত্ব তারা ভোগ করবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। সারণী ১১ হতে দেখা যাচ্ছে ২ জন প্রতিনিধির সুপারিশকৃত ২৭টি কার্ডের মাত্র ১০টি গ্রহণ করা হয়েছে। ৩ জন প্রতিনিধির সুপারিশকৃত ২২টি কার্ডের একটিও চেয়ারম্যান গ্রহণ করেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর জাল করে নিজেই ইস্যু করছেন বলে মহিলা সদস্যগণ উল্লেখ করেন। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ৯ জন সদস্যের ৮৯টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র ৪২টির (৪৭.১৯%) সুপারিশ চেয়ারম্যান গ্রহণ করেছেন।

সারণী -১২ ঃ ভিজিডি কার্ডের তালিকা প্রণয়নে মহিলা ইউপি সদস্যাদের অংশ গ্রহণ

মোট সংখ্যা ৯ জন			
কার্ড প্রণয়নকারী	কোটাভিত্তিক কার্ডের সংখ্যা	তালিকা প্রস্তুতের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১	১৮	৮	০
১	১৭	৬	২২.২০
১	১৭	৪	৩৭.৫০
২	৪৪	১৮	৫০
১	২২	৭	২৯
২	৬০	২১	৩৩.৩৩
১	৩৬	১২	৩৩.৩৩
মোট	২১৪	৭৫	৩৫.০৫%

উপরের সারণীতে ভিজিডি কার্ডের তালিকা প্রণয়নে অনিয়মের চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টেবিলে দৃশ্যমান মোট ১৬৮টি কার্ডের মধ্যে ৫২টি বাবু পাড়া ইউনিয়নে, ৬৬টি যশাই ইউনিয়নে এবং ৯৬টি শরিষা ইউনিয়নে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের আওতায় দেয়া হয়। অর্থাৎ বাবু পাড়া ইউনিয়নের

১০৪টি, যশাই ইউনিয়নের ১৩২টি এবং শরিষা ইউনিয়নে ১৯২টি ভিজিডি কার্ডের ৫০ শতাংশের অর্থাৎ ২১৪টি কার্ডের তালিকা তৈরির দায়িত্ব মহিলা সদস্যদের ছিল অথচ চেয়ারম্যানের চরম আধিপত্যবাদী মনোভাবের কারণে উক্ত ৯জন প্রতিনিধি মোট ২১৪টি কার্ডের মধ্যে মাত্র ৭৫টি কার্ডের তালিকা তৈরি করতে পেরেছেন। অর্থাৎ ২১৪টি কার্ডের মধ্যে মাত্র ৩৫.০৫ শতাংশ কার্ডের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। ভিজিডি কর্মসূচির কার্ডের তালিকা প্রণয়নে বাবুপাড়া, যশাই ও শরিষা ইউনিয়ন ৩টিতে চরম অনিয়ম চলছে। ইউনিয়নের ৫০ শতাংশ ভিজিডি কার্ডের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব মহিলা সদস্যদের থাকলেও চেয়ারম্যান মতামত উপেক্ষা করে নিজস্ব পছন্দ মাফিক তালিকা প্রণয়ন করে থাকেন। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ ও চেয়ারম্যানের নির্দেশানুসারে পুরুষ সদস্যগণ তৈরি করেন। ফলে ঃ মহিলারা কার্ডের তালিকা প্রণয়নে তাদের কোটার সদব্যবহার করতে পারছেন না।

ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণঃ

বাবুপাড়া ও শরিষা ইউনিয়নে তেমন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় সে সময় পর্যন্ত ঘটেনি। যশাই ইউনিয়ন নদীর তীরে অবস্থিত বিধায় প্রতিবার বন্যার কবলে পতিত হয়। ইউনিয়নটির মহিলা প্রতিনিধিগণ ক্ষতিগ্রস্জনগনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য যে সকল সুপারিশ করেছেন তা গৃহীত হয়নি। মুলতঃ এ সব কর্মসুচিতে চেয়ারম্যান ও পুরুষ প্রতিনিধিদের ছিল চরম একাধিপত্য। দুর্যোগমুহূতে মহিলা প্রতিনিধিগণ জনগণের জন্য যদি সহযোগিতা মূলক পদক্ষেপ না নিতে পারেন তবে জনসাধারণ চাইবেনা যে তারা পুনরায় নেতৃত্বে আসুক। মহিলা প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিকুল অবস্থা তাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সুফল বয়ে আনবেনা ।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচি ঃ (কাবিখা)

ইউনিয়ন গুলোতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচিতে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পুরুষ সদস্যরাই পালন করে থাকেন ।

গ্রামীণ বিবাদ মিটানো ঃ

গ্রামীণ বিবাদ বিসম্বাদ ও আপোস নিস্পত্তিতে মহিলা প্রতিনিদের ডাকা হয়না । গ্রামীণ পরিবেশে এ ধরনের কাজে জনগণ এখনও তাদের প্রয়োজন অনুভব করেন না । এখনও গ্রামে মোড়ল মাতব্বর শ্রেণীই বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করে থাকেন ।

সামজিক উন্নয়ন মূলককার্যক্রম ঃ

মহিলা প্রতিনিধিগণ জনগণের মাঝে স্যানেটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, ছেলেমেয়েদের স্কুলে দেয়ার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহ প্রদান, কৃষি খামার, বৃক্ষ রোপণ, পরিবারের লোক সংখ্যা সীমিত করন ইত্যাদি ব্যাপারে সামর্থ্য মত পরামর্শ দিয়ে থাকেন বলে উল্লেখ করেছেন ।

সারণী-১৩ ঃ মহিলা প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার কার্যকারীতা সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মতামত

সংখ্যা ৮২			(শতকরায় %)
সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগন	উত্তরদাতার সংখ্যা	মতামত	
		কার্যকর (effective)	কার্যকর নয় (not effective)
স্থানীয় এলিট	২৫	৮ (৩২)	১৭ (৬৮)
মসজিদের ইমাম	৭	৭ (১০০)	নাই (০)
শিক্ষিত মহিলা	২৫	৫ (২০)	২০ (৮০)
শিক্ষিত পুরুষ	২৫	১৪ (৫৬)	১১ (৪৪)
মোট	৮২	৩৪ (৪১.৪৬)	৪৮ (৫৮.৫৬)

টেবিলে দৃশ্যমান যে, বাবুপাড়া , যশাই এবং শরিষা ইউনিয়নের স্থানীয় এলিট শ্রেণীর ২৫ জনের মধ্যে মাত্র ৮ জন অর্থ্যাৎ ৩২% মহিলা প্রতিনিধিদের ভূমিকা কে ফলপ্রসূ বলে আখ্যায়িত করেছেন । এদের মধ্যে

কেউ কেউ বলেছেন , সরকারের এ পদক্ষেপ ভাল-ই । কারণ এর ফলে কিছু সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র মহিলার প্রতিনিধিত্বে আসার সুযোগ হওয়ায় তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় । কিন্তু তাদের দারা এলাকার মানুষের উন্নতির ইতিবাচক দিক সম্পর্কে মন্তব্য করেননি । কয়েকজন প্রবীণ এলিট বলেন, মেয়েদের আবার মেম্বার হওয়ার দরকার কি ? তাদের স্থলে আরো তিনজন পুরুষ সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলে সবাই সমশক্তিতে একযোগে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারতো" । মসজিদের ৭ জন ইমামের মধ্যে সকলেই তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ইতিবাচক মত দিয়েছেন । তাদের মতে ' সাংসারিক কাজকর্ম গুছিয়ে নারীরা যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে তাতে কোন বাধা থাকা উচিৎ না । তবে তা অবশ্যই তার স্বামীর সম্মতি ব্যতিত এবং পর্দা ও শালিনতার বরখেলাফ করে নয় । শিক্ষিত মহিলাদের মাত্র ২০% নারী প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ কার্যকর বলে মত প্রকাশ করেন এবং ৮০% উত্তরদাতাই এ ধরনের গুরুত্বহীন নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে । কেউ কেউ বলেন সরকার নারীর ক্ষমতায়নে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ভাল। তবে যতদিন না অন্যান্য স্থানীয় সরকার কাঠামোয় ও জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সন্তোষজনক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যাবে,ততদিন নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি তাত্ত্বিক ধারণাই থেকে যাবে । শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে ৫৬% মহিলা প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার কথা বলেন। অবশিষ্ট ৪৪% উত্তরদাতা, যারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৪ জন (৯.০৯%) মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপকে জেনারেল আইয়ুব খানের ১৯৫৬ সালের Basic Democracy এর সাথে তুলনা করে বলেন, সরকার তার রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি আরো শক্তিশালী করার জন্যই এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর সাথে নারীর ক্ষমতায়নের এই পদক্ষেপের তুলনা যুক্তি সংগত নয়। কারণ Basic Democracy তে মৌলিক গণতন্ত্রীদের অবস্থান কে শক্তিশালী করা হয়েছিল । অথচ ইউপি পর্যায়ে মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য বর্ণিত বিভিন্ন প্রশাসনিক উন্নয়নমূলক কর্তৃত্ব ও কর্মকাণ্ডে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণের সুযোগ বিভিন্ন ভাবে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে । তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না । এ সকল

কিছুর জন্য তারা চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের স্বেচ্ছাচারীতাকে সব চেয়ে বেশী দায়ী বলে মনে করেন ।

মহিলা প্রতিনিধির ভূমিকা মূল্যায়নঃ

মহিলা প্রতিনিধিদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এবং মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় সরকার কাঠামোয় মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নারীর ক্ষমতায়নে যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবার কথা ছিল তা অনেকাংশেই সম্ভব হয়নি। প্রকল্প সংক্রান্ত কার্য, বয়স্কভাতা প্রদান, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, ভিজিডি কার্ড বিতরণ, নলকূপের স্থান নির্ধারণ, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মহিলা প্রতিনিধিরা বরাবরই উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিষদ থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে মহিলা সদস্যদের অংশ গ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে না। Mass Line Media Centre (MMC) ১৯৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আগত ৪৭ জন ইউপি মহিলা সদস্যদের জন্য এক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ৪৭ জন মহিলা সদস্য ও ৩৬ জন ইউপি চেয়ারম্যানের মতামতা তাৎক্ষণিকভাবে জরীপ করে। জরীপে দেখা যায়, তাদের (৪৭) মধ্যে বেশী সংখ্যকই (৬৯%) ৬ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ, মাত্র ৩% এর গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী রয়েছে এবং ৬% সম্পূর্ণ ভাবে অশিক্ষিত। মোট সংখ্যার বেশী সংখ্যাক (৮৬%) গৃহকত্রী, তাদের বাইরের চাকুরী জগতের সাথে আন্তঃক্রিয়া নেই বললেই চলে। মতামত জরীপে দেখা গেছে উক্ত ৪৭ জন ইউপি মহিলা সদস্যের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে ৬১% এর সামান্য ধারণা রয়েছে। ১৯% এর খুবই কম এবং ৬% এর কোন জ্ঞান নেই। ইউপির বিভিন্ন সভায় আলোচনায় সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে ৪৩% আলোচনায় অংশ নেন না বলে জানান। বাকীরা (৫৭%) অনিয়মিতভাবে মিটিং এ কখনও কখনও আলোচনায় অংশ নেন বলে জানান। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক পরিসরে এ ধরনের বাস্তবতা নিঃসন্দেহে তাদের প্রান্তিক অবস্থানকেই নির্দেশ করছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলীর স্পষ্ট নির্দেশনা ও কর্তৃত্ব প্রদানসহ তাদের ভূমিকা ও

অংশগ্রহণকে গুরুত্ব বহ করে তোলার জন্য শুধু তাদের নয় ইউপি পর্যায়ে সকলের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক (Scencitization) শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন (সুলতান, ২০০১)। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নির্বাচিত নারীদের নিয়ে ১৯৯৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা তাদের এই প্রান্তিক অবস্থানের বিষয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ তাদের না জানিয়ে ঋণ প্রদান, কার্ড বিতরণ, ভাতা বিতরণ করে থাকেন। পরিষদের সভায় নারী সদস্যদের উপস্থিতিতে অফিসিয়েল সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় না। তাদেরকে ঘরের গৃহিনী হিসেবেই মূল্যায়ণ করা হয়, সহকর্মী হিসেবে নয়। জনসাধারণের কাছে দেয় নির্বাচনী ওয়াদা নারী নির্যাতন বন্ধ করা, নারী শিক্ষা প্রসার, যৌতুক প্রথারোধ, রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত, স্কুল তৈরী, বয়স্ক শিক্ষা, দুস্থ মহিলা ভাতা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, টিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ইত্যাদি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও প্রশ্নের সম্মুখীন। ১৭মে ৯৯ এর দৈনিক জনকণ্ঠে মহিলা আইনজীবী সমিতির তদন্তে ৪ জন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির ধর্ষণের ঘটনা জানা যায়। পুলিশ আসামীদের যথাসময়ে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু অপরাধীদের হুমকীর কারণে প্রতিনিধিগণ নির্বাচনী এলাকায় যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন প্রপঞ্চের উপর তাদের সন্তোষজনক ও পর্যাপ্ত অধিকারের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এ সকল প্রপঞ্চের উপর অধিকার প্রতিষ্টার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এমতাস্থায় বৃহত্তর সমাজ কাঠামোর ক্ষমতা-ভিত্তির উপর পার্থক্যমূলক অধিকারের স্থলে সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণই ক্ষমতায়নের প্রকৃত উপায় হতে পারে।

অন্যান্য সমস্যার চিত্র ঃ

প্রবন্ধটিতে উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হচ্ছে, তা হলো রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের ধারণায় নতুন মাত্রা সংযোজনের যে প্রত্যয় ছিল তা অনেকাংশেই অবাস্তব এবং অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিনিধিগণ মনে

করেন, তাদেরকে চেয়ারম্যান-মেম্বরগণ ঘরের গৃহিনীর মত মূল্যায়ন করেন, সহকর্মী হিসেবে নয়। পরিষদে তাদের যথার্থ ও কার্যকরী অংশ গ্রহণের পশ্চাতে এটিই হচ্ছে বড় অন্তরায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাদের অগোচরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ও অর্থ বিজড়িত বিষয়গুলি থেকে ছলে-বলে-কৌশলে (Manipulation) তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমন নজীর বিরল নয় যে, কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে তাদের সম্মতি না থাকলেও অনেকটা জোড় পূর্বক (Coerceievly) সম্মতি আদায় করা হয়। এছাড়া গবেষণা এলাকা ও উত্তরদাতাদের মতামত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আরো কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলের সর্বজনীন অনুশীলনের অভাব। পরিষদের নীতি নির্ধারণী এই ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু, দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ঐচ্ছিক কার্যাবলী ও উন্নয়ন প্রকল্প, প্রকল্পের বরাদ্দ ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞাত হবার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান মেম্বারগণ ম্যানুয়েল অনুশীলনে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ম্যানুয়েলের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ত্রুটি হলো পরিষদে মহিলা সদস্যদের নির্ধারিত দায়িত্ব ও ভূমিকার (allocation of business) সুস্পষ্ট দিক- নির্দেশনা দানের ব্যর্থতা। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা ও দায়িত্বের (role and respondibility) ম্যান্ডেট সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকলে দক্ষতা অর্জন বিঘ্নিত হয়। বিগত ৪ বছরে ম্যানুয়েল সংশোধন ও মহিলা সদস্যদের ভূমিকা নির্ধারণে কর্তৃপক্ষ সক্ষম হয়নি বলে চেয়ারম্যান ও তাদের দায়িত্ব বা ক্ষমতার আওতাধীন কোন কাজ আছে বলে মনে করেন না।

২. ইউপি চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। অনিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত সভাগুলি অনেক সময় রাতে কিংবা পরিষদের কার্যালয়ের বাইরে দূরে কোথাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিধায় ইউপি মহিলা সদস্যদের পক্ষে নিয়মিত সভায় যোগদান করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

৩. পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়মূলক প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ সম্পর্কে প্রতিনিধিদের সঠিক ও যথাযথ তথ্য প্রাপ্তির (right of information) উপায় না থাকায় প্রকল্পে কার্যকর অংশগ্রহণ সন্তোষজনক হয় না। বন্যা দুর্গত

এলাকায় ওয়ার্ড ভিত্তিক ভিজিএফ কার্ড বিতরণে মহিলা প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেয়া হলেও ভিজিডি, বয়স্কভাতা ও টেষ্ট রিলিফের কাজে তাদের অংশ গ্রহণ বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিনিধিগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে তেমন কোন সদুত্তর পান না। পরিষদের বাৎসরিক বরাদ্দ বা বাজেট সম্পর্কে ইউপি মহিলা সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া হলে সকলেই (১০০%) এ ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য জানেন না বলে জানিয়েছেন।

৪. মহিলা প্রতিনিধিগণ পরিষদ থেকে যৎসামান্য ভাতা অনিয়মিতভাবে পেয়ে থাকেন। প্রতিনিধিদের অধিকাংশেরই নিজস্ব আয়ের কোন উৎস নেই। তাই পরিষদের কর্মকান্ডের জন্য ভাতার টাকা তাদের নিকট অতি মূল্যবান। এছাড়া নির্বাচনী এলাকায় পুরুষ সদস্য ও তাদের ভূমিকার অনুপাত হচ্ছে ১ জন মহিল ঃ ৩ জন পুরুষ (১ঃ৩)। ফলে একজন মহিলা প্রতিনিধিকে এককভাবে তার নির্বাচনী এলাকার তিনজনের ভুমিকা পালন করতে হয়। নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ ও পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে যাতায়াত ব্যয় প্রাপ্ত ভাতা থেকে যেমন সংকুলান কষ্টসাধ্য হয়, অন্যদিকে নিজস্ব আয় দ্বারা সংকুলানও সম্ভব হয় না। গবেষণায় নির্ধারিত তিনটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের পরিবারের মাসিক আয় বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে তাদের প্রায় সকলেই (১০০%) নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ অবস্থায় পরিষদের কাজের ব্যয় পরিবার থেকে সংকুলান করা কোন ক্রমে যৌক্তিক হতে পারে না। ফলে অঙ্গীকার এবং তা পূরণের নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক দুরবস্থা এবং অপর্যাপ্ত সম্মানী পরিষদের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়তার পথে প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে থাকে।

৫. পরিষদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের পথে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হলো চেয়ারম্যান এবং তার অফিস। চেয়ারম্যান তথ্য গোপন করেন। বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থেকে ইস্যুকৃত গুরুত্বপূর্ণ চিঠির তথ্য হয় অনবহিত রাখেন অথবা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেন। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অনেক সময়ে ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেন না, কিংবা করলেও অনেক বিলম্বে তা করে থাকেন এবং কোটা অনুযায়ী প্রকল্প

কার্যক্রম তাদের মাঝে যথাযথভাবে বন্টন হয় না বলেও মহিলা প্রতিনিধিগণ (৯ জন) অভিযোগ করেছেন। প্রতিনিধিদের প্রকল্প কমিটিতে সভাপতির নির্ধারিত কোটা কখনই পূরণ করা হয় না। ন্যূনতম যে কমিটিতে করা হয় সেগুলির কার্যক্রমও বিভিন্ন অজুহাতে পুরুষ সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান সম্পন্ন করেন। অনেক ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধিদের স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্য তার পক্ষে পরিষদের কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতা চর্চায় অংশ নিয়ে থাকেন।

৬. নির্বাচিত গবেষণা এলাকায় পরিলক্ষিত একটি মারাত্বক সমস্যা হলো ওয়ার্ডগুলোতে নারী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে আন্তঃকলহ, ঈর্ষা ও দ্বান্দ্বিক মনোভাব। ইউনিয়ন পরিষদের বেশীরভাগ কাজের পরিকল্পনা ওয়ার্ড ভিত্তিক হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই ওয়ার্ডগুলোতে পুরুষ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য এখনও বজায় রয়েছে। সংখ্যায় লঘিষ্ঠ মহিলা প্রতিনিধিদের ওয়ার্ডের কর্মকান্ডে ব্যাপক ও সাবলীল অংশ গ্রহণ ও প্রাধান্য পুরূষ সদস্যগণ স্বতঃস্ফুর্তভাব মেনে নেন না। তারা প্রতিপক্ষসুলভ আচরণ করেন। ফলে, পরিষদের চৌহদ্দীতে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মাঝে সহযোগিতার ভাবধারা ও মূল্যবোধ ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় মহিলা প্রতিনিধিগণ মাঠ পর্যায়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছেন না।

৭. দলীয়করণ ও শ্রেণীস্বার্থ চর্চার অবাধ প্রতিযোগিতা মহিলা প্রতিনিধিদের পরিষদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। পরিষদ পর্যায়ে চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সমর্থকরূপে কাজ করে। ফলে পরিষদের কার্যক্রম বিশেষতঃ আর্থিক সুযোগ সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বগোত্রীয়দের চেয়ারম্যান তার সমর্থন ভিত্তি (Support base) শক্তিশালী করণের জন্য অগ্রাধিকার (top priority) দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে মহিলাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কখনোই আশানুরুপ হয় না। কাঠামোগত কারণে চেয়ারম্যানের সাথে তাদের কার্যগত (functional) এবং ব্যাক্তগত আন্তঃক্রিয়াও সন্তোষজনক নয়। পরিণতিতে পরিষদের উন্নয়নে তারা অতি গুরুত্বহীন একটি পদের আলংকারিক প্রতিনিধিত্বই করে যাচ্ছেন।

৮. প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি মহিলা প্রতিনিধিদের সক্রিয় ও গঠনমূলক তৎপরতাকে সীমিত করে দিচ্ছে। পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় যে তথ্য পাওয়া গেছে তা আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বটে। প্রতিনিধিগণ জানান যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চেয়ারম্যান তার সমর্থক গোষ্ঠির সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদের সভা আহবান করেন। ফলতঃ মহিলা প্রতিনিধিগণ নিজস্ব এজেন্ডা উথাপন ও আলোচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এতে করে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়েছে এবং কাজ-কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা হারাচ্ছেন।

৯. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও অনুন্নত অবকাঠামো মহিলা প্রতিনিধিদের সীমিত অংশগ্রহণের জন্য বহুলাংশে দায়ী। প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও অরক্ষিত গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা মহিলাদের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন মহলের ব্যঙ্গ, কটূক্তি ছাড়াও তারা শারীরিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মুখোমুখী হচ্ছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর তারই সত্যতা বহন করছে। ১৭মে, ১৯৯৯ ইং তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরে মহিলা আইনজীবী সমিতির তদন্তে ৪ জন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির ধর্ষণের ঘটনা জানা যায়। খবরে বলা হয়, অপরাধীদের গ্রেফতার কিংবা শাস্তি প্রদানে পুলিশ প্রশাসন নীরব এবং অন্যদিকে হুমকির ভয়ে প্রতিনিধিগণ গৃহবন্দীদশা ভোগ করছেন। সুষ্ঠু নিরাপত্তা অপ্রতুলতার কারণে পরিষদের রাত্রীকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সালিশ দরবারে তারা অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখান না। এছাড়া গ্রামের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দূরুত্ব মহিলা সদস্যদের পরিষদের কর্মকান্ডে নিয়মিত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণকে সংকুচিত করছে। দূরবর্তী স্থানে অনুষ্ঠিত কোন সভা বা সালিশ দরবারে যোগদানের জন্য কোন আলাদা ভাতার ব্যবস্থা না থাকায় তারা যে সকল অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। ১৯৯৬ সালে মহিলা সদস্যদের উপর পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের সভায় যোগদান করেন এমন সদস্যদের শতকরা ৮০ ভাগই পরিষদের কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা।

সুপারিশ ঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামোয় ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর নেতৃত্ব এখনও নিরঙ্কুশ অবস্থানে রয়েছে। ফলে গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সহকর্মী হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাকে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যানদের মাঝে এক ধরনের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। তথাপিও মহিলা প্রতিনিধিদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ফলশ্রুতিতে প্রথমদিককার দূরুত্ব দ্বন্দ্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে আরো তরান্বিত করতে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ সমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. ইউনিয়ন পরিষদের কাযক্রমে মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ম্যান্ডেট সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ ম্যানুয়েল অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সে সম্পর্কে ওরিয়েনটেশনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ।

২. ইউপি পর্যায়ে সকল প্রকার কার্ড যেমন-ভিজি এফ, ভিজিডি ইত্যাদি বিতরণ প্রসঙ্গে মহিলা সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পে সন্তোষজনক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সেগুলোর আর্থিক বরাদ্দের সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত প্রজ্ঞাপন তাদের নামে ইস্যুকরণের ব্যবস্থা করণ;

৩. থানা উন্নয়ন পরিষদের সভায় প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে একজন করে নারী সদস্যের চক্রাকার নিশ্চিত করন ।

৪. প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে পুরুষ সদস্যদের সংবেদনশীল করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ ।

৫. সালিশ ও গ্রাম আদালত কার্যক্রমে নারী সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের ভাষায় তাদের কে মনোনীত সদস্যরূপে বিবেচনা না করে নিজস্ব এজেন্ডা উপস্থাপন, আলোচনা ও কার্যকর মতামত দেবার সুযোগ সৃষ্টি করন ;

৬. মাসিক যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাসহ সম্মানী বৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিষদের কর্মকান্ডে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ ;

৭. পরিষদে সরকারি নির্দেশমালা ও সার্কুলার অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে কিনা তা মনিটর করণ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য গোপনের প্রবনতা পরীবিক্ষন ও হ্রাসকরণ ;

৮. পরিষদের মাসিক সভাসহ বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ সভা শেষে পড়ে শুনানোর অভ্যাস ও চর্চা গড়ে তোলা এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ না জেনে স্বাক্ষর করার বর্তমান রীতির পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৯. স্থানীয় পর্যায় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি কল্পে ইউপি সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র থাকবে, যেখানে স্থানীয় ভাবে কেবল তাদের অংশগ্রহণ নির্ধারিত থাকবে । তবে এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র নারী নির্যাতন, পরিবার পরিকল্পনা কিংবা টিকাদান কর্মসূচিতে তারা অংশগ্রহণ করবে বরং গোটা কর্মসূচিতেই তাদের অংশীদারীত্বমূলক সক্রিয়তা থাকবে। গবেষণায় দেখা গেছে রাস্তা নির্মাণ (১৫% অংশগ্রহণ), রাস্তা মেরামত (১৩.৮% অংশ গ্রহণ), নলকুপের স্থান নির্ধারণ (১২.৫% অংশ গ্রহণ) ইত্যাদি প্রকল্প তাদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়। এ সকল জনগুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সুষম অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐক্যমত সবার্গ্রে স্থির হওয়া প্রয়োজন ।

১০. দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা, জ্ঞান, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অধিকার নিশ্চিতকরণের কার্যকর উপায় গ্রহণের মাধ্যমে নারী পুরুষের পারষ্পারিক সর্ম্পকের চিরায়ত বৈষম্য ও অধস্তন সর্ম্পক দুর করার পদক্ষেপ গ্রহণ ;

১১. সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ফলপ্রসু কৌশল (effective mechanism) বিদ্যমান সমাজ সংস্কৃতির অনুকুলে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আশু প্রয়োজন। অথবা এমন পলিসি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রবর্তন প্রয়োজন, যাতে সামজিক ক্ষমতা কাঠামো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনুগত হতে বাধ্য হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, সামাজিক মানুষের বৈষয়িক কর্মসম্পাদন (physical

perfomance) ও তার নিয়ন্ত্রক নিয়ামক হিসেবে ভৌত ও সাংগঠনিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মেক্যানিজমের (physical perfomance) উপর যতটা গুরুত্ব রাষ্ট ও সমাজ দিয়ে থাকে ব্যক্তির চেতনার (spirit) উন্নয়নের জন্য নৈতিক ও অ-বস্তবাদী তথা আধ্যাত্মিক (moral and spiritual) সংহিতার চর্চা বৃদ্ধির জন্য অনুকূল কোন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ নীতিমালা ও তার বাস্তবায়নকে ততটাই উপেক্ষা করা হয়। ফলে মানুষের জ্ঞান ও অবধারন প্রক্রিয়া (cognitive process) আচ্ছাদিত হয়েছে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, মনগড়া কুসংস্কার, ধর্মীয় যুক্তিবাদীতার অপব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্খলিত নৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে । চারজন ইউপি সদস্যার ধর্ষণের ঘটনা (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ মে ১৯৯৯) এই সমূদয় ঘটনা প্রবাহের একটির সাক্ষ্য দিচ্ছে । তাই সামাজিক নিরাপত্তা এবং মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনে যে কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাকানিজম বিনির্মাণের চেয়ে মানুষের মনোজগতের চিন্তন প্রক্রিয়ায় নব জাগরণ ও পরিবর্তন পুর্বাহ্নে প্রয়োজন। এইজন্য আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোয় এবং প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দীর্ঘমেয়াদী ও সঠিক ধর্মীয় নৈতিক নির্দেশনা সম্বলিত কোড (Moral code of religion) বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২. জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত ইউপি মহিলা সদস্যদের উপর আরোপিত ভূমিকা ও কর্ম বণ্টন (role and allocation of business) সম্পর্কে বাস্তব সম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করণ। বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুতে কেবল মাত্র নারীদের নয় বরং জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্ম অনুভবনশীলতা (Sensitizan and sensitivity) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কেননা প্রশিক্ষণ অবশ্যই কোন নতুন ইস্যু বা বিষয়ে দক্ষতা সৃষ্টি ও তা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের জন্য "Participatory Experimental Learning Process Ges Life Methods and Materials" জাতীয় আর সহায়তা ধর্মীর গোষ্ঠির প্রশিক্ষণ (Self Help Group Training) কার্যকর হতে পারে (Saha, 1999)।

১৩. আর্থিক স্বচ্ছলতা ক্ষমতা চর্চার অন্যতম ভিত্তি। গবেষণায় নির্বাচিত ইউপি সদস্যদের নিজস্ব কোন আয়ের উৎস নেই। সদস্যরা পরিষদ থেকে

নির্ধারিত মাসিক ভাতা অনিয়মিতভাবে পেয়ে থাকেন। তাছাড়া গবেষণায় নির্বাচিত ইউপি সদস্যা স্বামীদের মাসিক আয় অনুশীলনে দেখা গেছে তাদের মাসিক আয়ের গড় মাত্র ২৫.০০/-। অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে সকল নারী ইউপিতে কিছুটা ক্ষমতা চর্চা করতে পারছে তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল (সুলতানা, ২০০১)। গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার পিছনে কারণ মূলত দুইটি।

১. চাকুরী বাজারে (Job market) চাকুরী প্রাপ্তির সুযোগ কম এবং
২. পার্থক্য মূলক ও স্বল্প মজুরির হার।

দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের মজুরির একটি ভগ্নাংশ (Fraction) তারা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে পার্থক্য মূলক মজুরীর হারের ক্ষেত্রে পুরুষরা যে মজুরি পায় তার ৪৬% পায় মহিলারা (Hamid,1996)। এর পেছনে মহিলাদের দক্ষতার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির অভাব, আনুষ্ঠানিক চাকুরীর (formal job market) জন্য দক্ষতার নিম্ন স্তর, দরকষাকষির ক্ষমতার অভাব এবং পারিবারিক ভূমিকা ইত্যাদি দায়ী। এ অবস্থায় তাদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানের পরিধি ও নিরাপত্তা বিস্তৃত করার সাথে সাথে বৈষম্য মূলক মজুরী হারের পরিবর্তন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর ঋণ দানের প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সর্বোপরি, মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, উন্নয়নশীল সম্পদে অধিকার, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, বৈধ আইন কাঠামো সৃষ্টি ও আইনের কার্যগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

১৪. সমাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা বৃদ্ধি অতি জরুরী। শুধু ইউপি মহিলা সদস্যদের মধ্যেই নয়, বরং সর্বস্তরের সকল মানুষের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাব্যতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শক্তিশালী মহিলা উইং গঠন করতঃ এ ব্যাপারে তাদের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে সচেতনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করা সম্ভব। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে মহিলাগণ সামাজিক কাঠামোয় তাদের অধস্তন অবস্থান এবং এজন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে

এবং মৌলিক অধিকার আদায়ে দাবী-দাওয়া উত্থাপন করার, আলোচনা করার মত যৌক্তিক বুদ্ধি অর্জন করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতি এখনও বৃহত্তর সমাজ কাঠামোয় অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। কেননা, সামাজিক বিভিন্ন শক্তিগুলি (Forces) যেমন-সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, মূল্যবোধ ব্যবস্থা, নের্তৃত্বের প্যাটার্ণ, কর্তৃত্ব কাঠামো, নেতৃত্বের আন্তঃব্যক্তিক সর্ম্পক, যুক্তিবাদীতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকৃতি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর নিয়ামক (Phenomena) গুলির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। পিতৃতান্ত্রিক প্রথানুগত রক্ষণশীল ধাঁচের সমাজ কাঠামোতে তাই রাষ্ট্রীয় নীতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, হয় কথিত সমাজ মূল্যমানের সমান্তরাল ধারায় প্রযুক্ত করে সম্ভব, নতুবা আমূল সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ামক নিয়ন্ত্রণে ততোধিক শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম ও কৌশল (Institutional mechanism and strategy) প্রয়োগে তা সম্ভব হতে পারে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার প্রতিকারে তাই প্রয়োজন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রহণযোগ্য পলিসি ও প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ নতুবা বিদ্যমান মূল্যবোধ ও নেতৃত্ব প্যাটার্নের আমূল সংস্কার ও কর্তৃত্ব কাঠামো নিয়ন্ত্রণে বিকেন্দ্রীভূত শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল প্রবর্তন, যেখানে মহিলা সদস্যাদের আর্থিক সয়ম্ভরতার উপায়ও সুনিশ্চিত থাকবে। অবশ্য এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজমের কার্যকারীতা বহুলাংশে নির্ভর করে ব্যক্তির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে –"Interaction between social system and individual where both predisposion for and skills relating to participation in the political sphere is internalized" (Salahuddin, ১৯৯৫)। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত সামাজিকীকরণ ও মতাদর্শ প্রবিষ্ট করণ প্রক্রিয়ায় (Socialisation and indoctrination) সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা (Gender inequality) বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক নারীর মনোভাব ও ঝোঁক (Attitude and aptitude) গড়ে উঠে মূলতঃ ঐ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায়।

গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় একজন নারী যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বেড়ে উঠেছে, সেখানে সে আশৈশব প্রত্যক্ষ করেছে তার লিঙ্গ ভিত্তিক আরোপিত কর্ম ও ভূমিকা (Assigned sex role and responsibility) এবং তা সমর্থিত হয়েছে তার পরিবেশ ও পুরুষ সহযোগী দ্বারা। ফলে রাজনীতি সম্পর্কে একধরনের প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠেছে তার এবং তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে। ফলশ্রুতিতে, রাজনৈতিক সচেতনতা ও কার্যকর অংশগ্রহণের ধারণা বিপন্ন হয়েছে। তাই যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজমের ফলপ্রসূতা নির্ভর করছে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর।

তথ্য নির্দেশিকা

Ahmed Shafi, Bela Nabi and et. al (2000), ***"One Decade of Bangladesh Under Women Leadership",*** Unnayan Padokkhep, vol.5 No.4, Steps Towards Development, Dhaka

Chowdhury, Nazma (1994), ***"Women in politics",*** Empowermentm, Women for women, Dhaka.

Duza, Asfia, and Hamida Begum (1993), ***"Emerging New Aceents-A perspective of Gender and Development in Bangladesh",*** Women for Women, Dhaka.

GOB 1997: ***"The Local Government (Union Parishad, 2nd Amendment) Act 1997"*** Bangladesh Gazete Additional paper, 8th September.

Guhathakurta, Meghna, and Suraiya Begum (1995), "Political Emopoerment and Women's

Movement", ***Empowerment of Women Narobi to Beijing (1985-95)",*** eddited by Women for Women, Dhaka.

Griffen. V 1987 (ed.) ***"Women, Development and Empowerment,"*** APDC, Kuala Lampur, Malaysia

Huq, Jahanara (1995), ***"Empowement of women in Bangladesh, Empowerment of Women Nairobi to Beijing (1985-1995)",*** eddited by Women for Women, Dhaka.

Hamid, Shamim (1996), ***"Why Women Count",*** University press Limited, Dhaka.

Qadir, Sayeda Rowshon (1994), ***"Participation of Women at Local Level politics: Problems and prospects",*** editted by Nazma and et, al., Women and politics, Women for Women, Dhaka.

Saha, Tapati (1999), ***"Training for Empowement",*** Unnayan Podokkep, Vol. 5, No.2, Steps Towards Development, Dhaka.

Salauddin, Khaleda (1995), ***"Women's political Participation: Bangladesh",*** eddited by Jahanara Huq and Others, ***Women in politics in Bangladesh***, Women for Women, Dhaka.

Siddiqui, Nazma (1996), ***"Feminization of poverty: Conceptualization, Evidence and A Feminist Critique"*** Women for Women, Dhaka.

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ই মে, ১৯৯৯।

সুলতানা, আবিদা (২০০১), ***"ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা ঃ একটি বিশ্লেষন",*** লোক প্রশাসন সাময়িকী, সপ্তদশ সংখ্যা, সাভার, ঢাকা।

স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব জরীপ, বিবিএস, ১৯৯৭

রহমান, শাহীন (১৯৯৭), ***"জেন্ডার পরিভাষা কোষ",*** উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা জানু-মার্চ, ঢাকা।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল। এতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ নবীন লেখকদের বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত লেখাসমূহ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে লেখা/প্রবন্ধ সাময়িকীতে প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

♦ প্রবন্ধ অবশ্যই স্বরচিত ও মৌলিক হতে হবে এবং অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রহণ করা হবে না। প্রেরিত লেখার সাথে এই মর্মে লেখককে একটি বিবৃতি দিতে হবে।

♦ প্রবন্ধ সাদা কাগজের (A4 Size) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে মুনীর কী বোর্ডে প্রশিকা ফ্রন্টে টাইপকৃত (কম্পিউটার কম্পোজ) হতে হবে। মূল কপিসহ পান্ডুলিপি ২ কপি ও Diskette জমা দিতে হবে।

♦ প্রবন্ধের উপরে আলাদা কাগজে প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজী শিরোনামসহ লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের অন্য কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

♦ প্রতিটি পান্ডুলিপির সাথে অবশ্যই অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে ইংরেজীতে একটি নির্যাস (Abstract) থাকতে হবে।

♦ প্রবন্ধে পাদটীকা, তথ্য নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রমিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। লোকপ্রশাসন সাময়িকীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয় ঃ

বই ঃ Siddiqui, Kamal (1996) ***Towards good governmence in Bangladesh.*** Dhaka : UPL.

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৯৬) ***বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র ঃ স্বরূপ ও সমাধান।*** ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী।

জার্ণাল ঃ Khan, Abar Ali (1980), ***Decentralization for rural development in Bangladesh.*** *Bangladesh Journal of Pblic Administration* 3(1) : 1-40.

রহমান, মোঃ হাসিবুর (১৯৯৮) ***প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ঃ কতিপয় কৌশল।*** *লোকপ্রশাসন সাময়িকী।* ১২ ঃ ১২৯-১৩৭।

♦ পান্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

♦ মনোনীত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখককে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার জন্য ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

♦